# سورة الاخلاص

# সূরা ইখলাস

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ 4 আয়াত ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

**পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু**

**(১) বলুন, তিনি আল্লাহ্, এক, (২) আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, (৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি (৪) এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।**

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সূরাটি অবতরণের হেতু এই যে, একবার মুশরিকরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্‌র গুণাবলী ও বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল। আল্লাহ্ এ সূরা নাযিল করে তার জওয়াব দিয়েছেন)। আপনি (তাদেরকে) বলে দিন ঃ তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণে) এক, (সত্তার গুণ এই যে, তিনি স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ চিরকাল থেকে আছেন ও চিরকাল থাকবেন। সিফতের গুণ এই যে, তার জ্ঞান, কুদরত ইত্যাদি চিরন্তর ও সর্বব্যাপী)। আল্লাহ্ অমুখা-পেক্ষী (অর্থাৎ তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন এবং সবাই তার মুখাপেক্ষী)। তার সন্তান নেই এবং তিনি কারও সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

**শানে-নুযূল ঃ** তিরমিযী, হাকিম প্রমুখের রেওয়ায়েতে আছে মুশরিকরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলার বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, যার জওয়াবে এই সূরা নাযিল হয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, মদীনার ইহুদীরা এ প্রশ্ন করেছিল। এ কারণে যাহ্‌হাক (র) প্রমুখ তফসীরবিদের মতে সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ।---(**কুরতুবী**)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, মুশরিকরা আরও প্রশ্ন করেছিল---আল্লাহ্ তা'আলা কিসের তৈরী, স্বর্ণ-রৌপ্য অথবা অন্য কিছুর? এর জওয়াবে সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।

**সূরার ফযীলত ঃ** হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এসে আরয করল ঃ আমি এই সূরাটি খুব ভালবাসি। তিনি বললেন ঃ এর ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে দাখিল করবে।---(ইবনে কাসীর)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ শুনাব। অতঃপর যাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, তারা একত্রিত হয়ে গেলে তিনি আগমন করলেন এবং সূরা ইখলাস পাঠ করে শুনালেন। তিনি আরও বললেন ঃ এই সূরাটি কোরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান!---(মুসলিম, তিরমিযী) আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ীর এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করে তা তাকে বালা-মুসীবত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট হয়।---(ইবনে কাসীর)

ওকবা ইবনে আমের (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি তোমা-দেরকে এমন তিনটি সূরা বলছি, যা তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর, কোরআন সব কিতাবেই নাযিল হয়েছে। রাত্রিতে তোমরা ততক্ষণ নিদ্রা যেয়ো না, যতক্ষণ সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস না পাঠ কর। ওকবা (রা) বলেন ঃ সেদিন থেকে আমি কখনও এই আমল ছাড়িনি।---(ইবনে কাসীর)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ---'বলুন' কথার মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানুষকে পথ প্রদর্শনের আদেশ রয়েছে। 'আল্লাহ্' শব্দটি এমন এক সত্তার নাম, যিনি চিরকাল থেকে আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনি সর্বগুণের আধার ও সর্বদোষ থেকে পবিত্র। واحد ও احد- উভয়ের অর্থ এক। কিন্তু احد শব্দের অর্থে এটাও শামিল যে, তিনি কোন এক অথবা একাধিক উপাদান দ্বারা তৈরী নন, তাঁর মধ্যে একাধিকত্বের কোন সম্ভাবনা নেই এবং তিনি কারও তুল্য নন। এটা তাদের সেই প্রশ্নের জওয়াব, যাতে বলা হয়েছিল আল্লাহ্ কিসের তৈরী? এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত সকল আলোচনা এসে গেছে এবং قل শব্দের মধ্যে নবুয়তের কথা এসে গেছে। অথচ এসব আলোচনা বিরাটকায় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ---صمد শব্দের অর্থ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের অনেক উক্তি আছে। তিবরানী এসব উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন ঃ এগুলো সবই নির্ভুল। এতে আমাদের পালনকর্তার গুণাবলীই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু صمد-এর আসল অর্থ সেই সত্তা, যাঁর কাছে মানুষ আপন অভাব ও প্রয়োজন পেশ করে এবং যাঁর সমান মহান কেউ নয়। সার কথা এই যে, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।---(ইবনে কাসীর)

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ——যারা আল্লাহ্র বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, এটা তাদের জওয়াব। সন্তান প্রজনন সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য---স্রষ্টার নয়। অতএব, তিনি কারও সন্তান নন এবং তাঁর কোন সন্তান নেই।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ——অর্থাৎ কেউ তাঁর সমতুল্য নয় এবং আকার-আকৃতিতে তাঁর সাথে সামঞ্জস্য রাখে না।

**সূরা ইখলাসে তওহীদ শিরকের পূর্ণ বিরোধিতা আছে ঃ** দুনিয়াতে তওহীদ অস্বীকারকারী মুশরিকদের বিভিন্ন প্রকার বিদ্যমান আছে ঃ সূরা ইখলাস সর্বপ্রকার মুশরিক-সুলভ ধারণা খণ্ডন করে পূর্ণ তওহীদের সবক দিয়েছে। তওহীদ বিরোধীদের একদল স্বয়ং আল্লাহ্র অস্তিত্বই স্বীকার করে না, কেউ অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু তাকে চিরন্তন মানে না এবং কেউ উভয় বিষয় মানে, কিন্তু গুণাবলীর পূর্ণতা অস্বীকার করে। কেউ কেউ সবই মানে, কিন্তু ইবাদতে অন্যকে শরীক করে। اللّٰه احد বাক্যে সব ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন হয়ে গেছে। কতক লোক ইবাদতেও শরীক করে না, কিন্তু অন্যকে অভাব পূরণকারী ও কার্যনির্বাহী মনে করে। صمد শব্দে এই ধারণা বাতিল করা হয়েছে। যারা আল্লাহ্র সন্তান আছে বলে বিশ্বাস করে, তাদেরকে لم يلد বলে জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

---